



তখন ১১৯৭ সাল। স্পেনে ইসলামের জয়জয়কার।
মুসলিমদের হাতের ছোঁয়ায় আমূল বদলে গিয়েছে
সব। স্পেনের শহরগুলো একেবারে রূপকথার দেশ
যেন! আর সেই দেশে যত জ্ঞানী-গুণীর বাস। ঠিক
সেই সময়ে স্পেনের মালাগা শহরে জন্ম নিলো
একটি শিশু। নাম তার ইবনুল বাইতার।





একসময় মিশর থেকে সিরিয়ায় এলেন। সেখানে মধু, কালোজিরা, খেজুর দিয়ে চিকিৎসা শুরু করলেন। এসব দিয়েই তখন সুন্নাতি চিকিৎসা করা হতো। হাদিস গবেষণা করেও ওষুধ বানান ইবনুল বাইতার। সুন্নাতি চিকিৎসা নিয়ে লেখেন একটি বই। নাম দেন ‘ইসলামি চিকিৎসা বিদ্যার তথ্যকোষ’।



ইবনুল বাইতার চাইতেন, তার গবেষণার কথা মানুষ জানুক।
তাই ওষুধ নিয়ে আরেকটি বড়সড় তথ্যকোষ লেখেন।
তথ্যকোষটির নাম আল-জামি লি মুফরাদাতিল আদবিয়া ওয়াল
আগযিয়া। এতে আছে প্রায় ১৪০০ গাছের কথা। তার মধ্যে
২০০টি গাছের কথা মানুষ আগে জানতোই না।



রোজ সকালে সূর্য
ওঠে। চারপাশ তখন
আলোয় ঝলমল করে।
আবার দেখো, সন্ধ্যা হলেই ডুবে যায়
সুখিমামা। নেমে আসে অন্ধকার। আকাশে তখন
তারাদের মেলা বসে। রূপালি চাঁদটাও ভেসে ওঠে
টুস করে। এই যে সূর্য, তারা আর চাঁদ—এ সবই ভালো
লাগতো ছোট্ট ইবনে ইউনুসের। দিন-রাত সে ভাবতো তাদের নিয়ে।
তাকিয়ে থাকতো আকাশপানে। মনে মনে সে ঠিক করলো, বড় হয়ে
গবেষক হবে। চাঁদ, তারা আর সূর্য নিয়ে মস্ত গবেষণা করবে।









নিয়ম মেনে সূর্য ওঠে। তেমনই নিয়ম মেনে সূর্যগ্রহণ হয়। তবে মানুষ
জানতো না, কী সেই নিয়ম। ইবনে ইউনুস হিসাব কষে সেই নিয়মটি বের
করেন। বলে দেন সূর্যগ্রহণের আগাম তারিখ। সবাই বুঝতে পারে, ইবনে
ইউনুস আদতে খুব জ্ঞানী। তার প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা বাড়ে। তার জন্য কায়রো
শহরে গবেষণাগার বানানো হয়। সেখানে থেকে তিনি বহু বছর গবেষণা
করেন। আকাশের চাঁদ আর তারাদের গতি পরখ করেন।

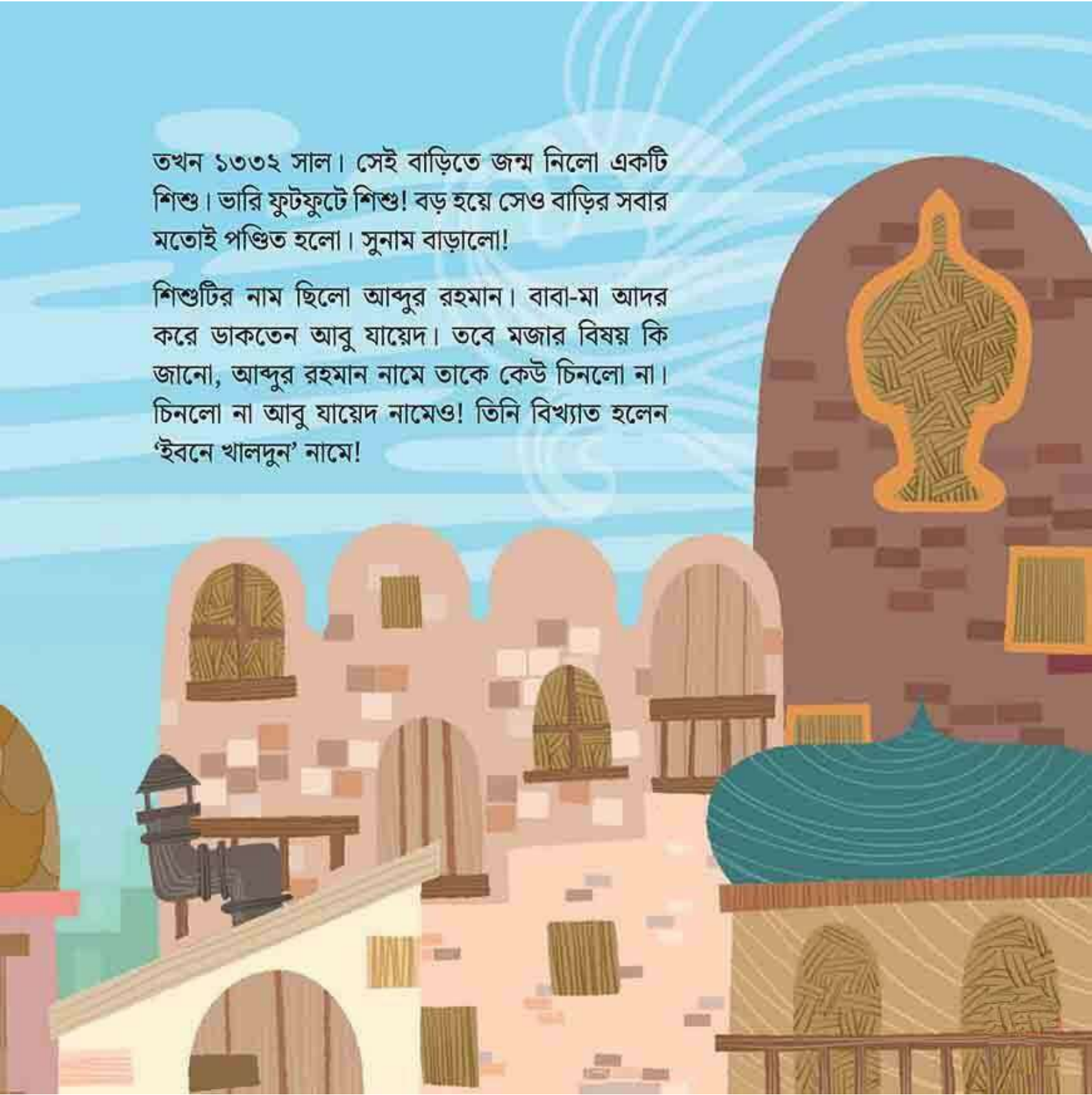


সে অনেক দিন আগের কথা।
তিউনিসিয়াতে ছিলো বেশ
নামকরা একটি বাড়ি। সবাই সেই
বাড়িটাকে চিনতো। বলতো, ওই
যে খালদুনদের বাড়ি! খালদুন
বাড়ির লোকেদের যে অনেক
টাকা-পয়সা ছিলো, তা নয়। তবু
তাদের সুনাম ছিলো! থাকবে না
কেন বলো? সে বাড়ির সবাই
ছিলো পণ্ডিত ব্যক্তি!



তখন ১৩৩২ সাল। সেই বাড়িতে জন্ম নিলো একটি শিশু। ভারি ফুটফুটে শিশু! বড় হয়ে সেও বাড়ির সবার মতোই পণ্ডিত হলো। সুনাম বাড়ালো!

শিশুটির নাম ছিলো আব্দুর রহমান। বাবা-মা আদর করে ডাকতেন আবু যায়েদ। তবে মজার বিষয় কি জানো, আব্দুর রহমান নামে তাকে কেউ চিনলো না। চিনলো না আবু যায়েদ নামেও! তিনি বিখ্যাত হলেন 'ইবনে খালদুন' নামে!



বিপদে এগিয়ে এলেন
তিউনিসিয়ার সুলতান। রাজদরবারে
ডেকে পাঠালেন ইবনে খালদুনকে। দিলেন
দূতের চাকরি। দূত কাকে বলে জানো তো? যিনি এক
দেশের রাজার পক্ষ নিয়ে আরেক দেশের রাজার সঙ্গে
দেখা করেন। কথা বলেন। চুক্তি করেন।



রাজদরবারে ছিলো অনেক দুষ্ট লোক। ভালো লোক যে ছিলো না, তা নয়! তবে দুষ্ট লোকের দুষ্টমি হয় খুবই ভয়ংকর। এমনই এক দুষ্ট লোকের ফাঁদে পড়ে তাকে জেলে যেতে হলো। একবার নয় বাপু! দুই দুইটি বার। ৩ বছর থাকলেন তিনি জেলে। এভাবে জেলে থাকতে কী ভালো লাগে, বলো? তাই ছেড়ে দিলেন দূতের কাজ!

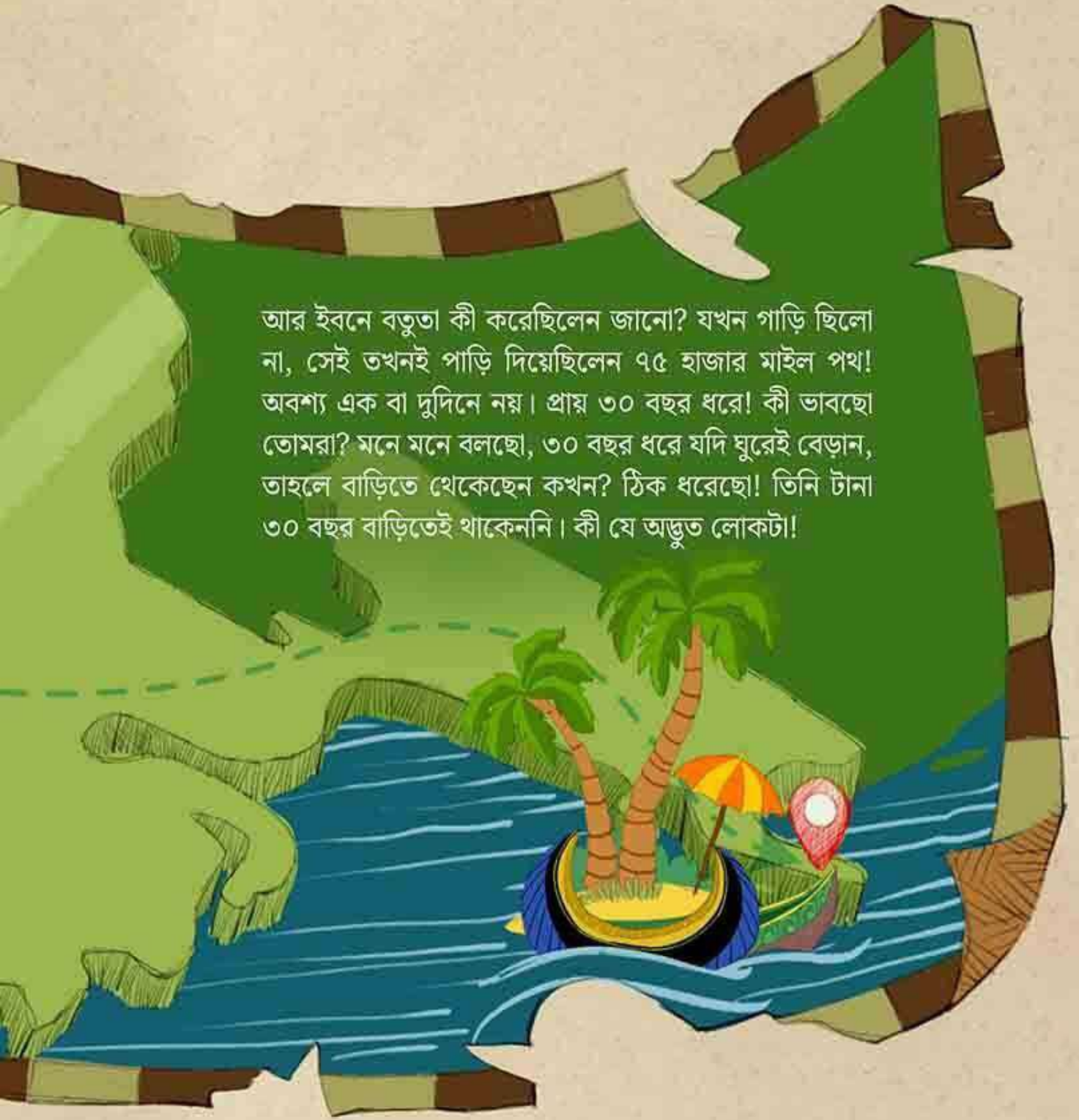






দেখো, বাংলাদেশের দুদিকে দুটি প্রান্ত ।
একটি টেকনাফ, আরেকটি তেঁতুলিয়া ।
টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়ার দূরত্ব কত?
৫৭৫ মাইল! এতটা পথ যদি পাড়ি দিতে
চাও, তাতেই তোমার কত বাক্সি
পোহাতে হবে!

আর ইবনে বতুতা কী করেছিলেন জানো? যখন গাড়ি ছিলো না, সেই তখনই পাড়ি দিয়েছিলেন ৭৫ হাজার মাইল পথ! অবশ্য এক বা দুদিনে নয়। প্রায় ৩০ বছর ধরে! কী ভাবছো তোমরা? মনে মনে বলছো, ৩০ বছর ধরে যদি ঘুরেই বেড়ান, তাহলে বাড়িতে থেকেছেন কখন? ঠিক ধরেছো! তিনি টানা ৩০ বছর বাড়িতেই থাকেননি। কী যে অদ্ভুত লোকটা!



এত ভয়! এত বিপদ! তবুও মানুষ হজে যেতো। থাকতো না থেমে।
তাদের বিশ্বাস ছিলো, ভালো কাজে ভয় পেতে নেই। আল্লাহ আছেন
সঙ্গে! ভয়কে জয় করেই এগিয়ে যাবো!



এভাবেই হাজার মৌসুমে বেরিয়ে পড়তো হাজিদের বড় বড় দল। এমনই
একটি দলে ভিড়ে গেলেন ইবনে বতুতা। সঙ্গে নিলেন একটি গাধা।
টুকিটাকি সব আসবাব। যেতে হবে বহু দূর! পাড়ি দিতে হবে বহু পথ।



